শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তৃতীয় অধ্যায়) [মূল অংশ]

কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ

১। জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ।।

২। ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ।।

[জনার্দন !(হে জনার্দন!) ; চেৎ, তে (যদি আপ্নি); কর্মণঃ (কর্ম থেকে) ; বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানকে); জ্যায়সী, মতা (শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন); তৎ (তাহলে), কেশব (হে কেশব!); মাম্ (আমাকে) ; ঘোরে ,কর্মণি (এই ঘোর কর্মে); কিম্ (কেন); নিয়োজয়সি (নিযুক্ত করছেন?), ব্যামিশ্রেণ ইব (এই মিশ্রিত), বাক্যেন (বচন দ্বারা), মে বুদ্ধিম্ (আমার বুদ্ধিকে), মোহয়সি ইব (যেন মোহিত করছেন) ,নিশ্চিত্য (নিশ্চিত করে) তৎ একম্ (এমন কথা) বদ (বলুন), যেন অহম্ (যাতে আমি)শ্রেয়ঃ (কল্যাণ),আপ্নুয়াম্ (লাভ করতে সক্ষম হই) ।]

অর্জুন বললেন,হে জনার্দন ! যদি আপনি কর্ম থেকে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, তাহলে হে কেশব ! আমাকে এই ঘোর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? আপনি আপনার এই বিমিশ্র বচন দ্বারা কেন আমার বুদ্ধিকে মোহিত করছেন? সুতরাং আপনি নিশ্চিত করে আমায় এমন কথা বলুন যার দ্বারা আমি কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হই।

শ্রী ভগবানুবাচ

৩। লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ।।

[অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জুন), অস্মিন্, লোকে (এই মনুষ্যলোকে), দ্বিবিধা (দুই প্রকারের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা আছে) ময়া পুরা (আমি আগেই) প্রোক্তা (বলেছি), সাংখ্যানাং (জ্ঞানীদের), জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগে), যোগিনাম্ (যোগীদের), কর্মযোগেন (কর্মযোগে)।]

শ্রী ভগবান বললেন- হে অনঘ অর্জুন ! এই মনুষ্যলোকে দুই প্রকারের নিষ্ঠা আছে, একথা আমি আগেই বলেছি। সেগুলি হল জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগীদের নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা ঘটে।

৪। ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ।।

[পুরুষঃ (মানুষ), কর্মণাম্ (কর্ম), অনারম্ভাৎ (আরম্ভ না করলেই), নৈষ্কর্ম্যম্ অশ্নুতে (নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্ত হয়), ন (তা নয়) চ, সন্ন্যাসনাৎ (এবং কর্ম ত্যাগ করলেই) , সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি) এব (ই), সমধিগচ্ছতি (লাভ হয়), ন (তাও নয়) ।]

মানুষ কর্মচেষ্টা না করলেই যে নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্ত হয় তা নয়, আর কর্মত্যাগ করলেই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাও নয়।

৫। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ।।

[কশ্চিৎ হি (কোন ব্যক্তিই), জাতু (কোন অবস্থায়); ক্ষণম্, অপি (ক্ষণকাল ও); অকর্মকৃত (কর্ম না করে) ন তিষ্ঠতি (থাকতে পারে না), হি (কেননা); অবশঃ (প্রকৃতির গুণে বশীভূত হয়ে); সর্বঃ (প্রাণী সমূহ); প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণ দ্বারা) কর্ম কার্যতে (কর্ম করতে বাধ্য হয়।)]

৬। কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।।

[যঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি (যে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে), সংযম্য (রুদ্ধ করে) ,মনসা (মন দ্বারা), ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়); স্মরন্, আস্তে (চিন্তা করতে থাকে); সঃ বিমূঢ়াত্মা (সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিকে) মিথ্যাচারঃ, উচ্যতে (মিথ্যাচারী বলা হয়)।

যে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে হঠতাপূর্বক রুদ্ধ করে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় চিন্তা করতে থাকে, সেই মূঢ়মতি ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বলা হয়।

৭। যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ।।

[তু , অর্জুন (কিন্তু হে অর্জুন !); যঃ মনসা (যে মনের দ্বারা); ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলি); নিরম্য (সংযত করে) অসক্তঃ (অনাসক্ত হয়ে); কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে); কর্মযোগম্ (কর্মযোগ); আরভতে (অনুষ্ঠান করেন)সঃ (তিনিই) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ)]

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে অনাসক্ত হয়ে (নিষ্কাম ভাবে) কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন , তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৮। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥

[ত্বম্ (তুমি) নিয়তম্ (শাস্ত্রবিধিসম্মত) কর্ম, কুরু (কর্ম করো), হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (কর্ম না করার থেকে) কর্ম জ্যায়ঃ (কর্ম করা শ্রেষ্ঠ) চ (এবং) ,অকর্মণ (কর্ম না করলে); তে (তোমার), শরীরযাত্রাপি (শরীর নির্বাহও) ন ,প্রসিদ্ধ্যেৎ (হতে পারে না)]

তুমি শাস্ত্রবিধিসম্মত (নির্দিষ্ট) কর্ম কর। কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহ হতে পারে না।

৯। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচরঃ ॥

[যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞের উদ্দেশ্যে করা), কর্মণঃ (কর্মগুলি) ; অন্যত্র (অন্য) অয়ম্ লোকঃ (লোকসকল); কর্মবন্ধনঃ (কর্মে আবদ্ধ হয়); কৌন্তেয় (হে কুন্তীর পুত্র), মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিবর্জিত হয়ে) তদর্থম্ (যজ্ঞের উদ্দেশ্যে) কর্ম (কর্তব্যকর্ম) ; সমাচর (কর) ।]

যজ্ঞের (কর্তব্য পালনের) উদ্দেশ্যে করা কর্মগুলি ব্যতিরেকে অন্য কর্ম করলে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয়। সেইকারণে হে কুন্তীপুত্র !তুমি আসক্তিবর্জিত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্তব্যকর্ম করো।

১০। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

১১। দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

[প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি ব্রহ্মা), পুরা (সৃষ্টির আরম্ভে) ; সহযজ্ঞাঃ (কর্তব্যকর্মের বিধান সহ), প্রজাঃ সৃষ্ট্বা (প্রজাদের সৃষ্টি করে) উবাচ (বলেছিলেন) ; অনেন (এই কর্তব্য দ্বারা); প্রসবিষ্যধ্বম্ (সকলের সমৃদ্ধি করো); এষঃ (এই) ; বঃ (তোমাদের) ইষ্টকামধুক্ (কর্তব্যপালনের অভীষ্ট সামগ্রী প্রদানকারী) অস্তু (হোক্); অনেন (এই কর্তব্যকর্ম দ্বারা) দেবান্ (দেবতাগণের) ভাবয়তঃ (সংবর্ধন করো) , তে (এই) , দেবাঃ (দেবতাগণ) বঃ (তোমাদের) ভাবয়ন্তু (মানোন্নয়ন করুন), পরস্পরম্ (পরস্পরেরর)ভাবয়ন্তঃ (সংবর্ধনার দ্বারা); পরম্ (পরম) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) অবাপ্স্যথ (প্রাপ্ত হবে)]

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে কর্তব্যকর্মের বিধানসহ প্রজা সৃষ্টি করে তাদের বলেছেন যে, তোমরা এই কর্তব্য দ্বারা সকলের সমৃদ্ধি করো এবং এই কর্তব্যরূপ যজ্ঞ তোমাদের কর্তব্যপালনের অভীষ্ট সামগ্রী প্রদানকারী হোক ।এই কর্তব্যকর্ম দ্বারা তোমরা দেবতাগণের সংবর্ধন করো এবং দেবতাগণও তাদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোন্নয়ন করুন। এইভাবে পরস্পরের সংবর্ধনার দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

১২। ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥

[যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট), দেবাঃ , হি (দেবগণ) বঃ ,ইষ্টান্, ভোগান্ (তোমাদের কর্তব্যপালনের আবশ্যক সামগ্রী); দাস্যন্তে (প্রদান করে যাবেন) তৈঃ, দত্তান্ (দেবতা প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু), এভ্যঃ, অপ্রদায় (অন্যের সেবায় ব্যায় না করে) যঃ ভুঙক্তে (যে ব্যক্তি উপভোগ করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) স্তেনঃ এব (অবশ্যই চোর)।

যজ্ঞ দ্বারা পুষ্ট দেবগণ তোমাদের (বিনা প্রার্থনাতেই) কর্তব্যকর্মের জন্য আবশ্যক সামগ্রী প্রদান করে যাবেন। দেবতা প্রদত্ত এই সামগ্রী অন্যের সেবায় ব্যয় না করে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে , সে অবশ্যই চোর।

১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥

[যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষ অনুভবকারী) ; সন্তঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ); সর্বকিল্বিষৈঃ, মুচ্যন্তে (সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হন), তু, যে (কিন্তু যারা); আত্মকারণাৎ (নিজের জন্যই); পচন্তি, তে (সমস্ত কর্ম করে, তারা); পাপাঃ (পাপীরা); অঘম্ (পাপরাশিই); ভুঞ্জতে (ভক্ষণ করে থাকে) ।]

যজ্ঞাবশেষ অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু যারা সমস্ত কর্ম কেবল নিজের জন্যই করে সেই সকল পাপী ব্যক্তি শুধু পাপরাশিই ভক্ষণ করে থাকে।

১৪। অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ।।
১৫। কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ।।

[ভূতানি (সমস্ত প্রাণী) ; অন্নাৎ, ভবন্তি (অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়), অন্নসম্ভবঃ (অন্ন উৎপন্ন হয়), পর্জন্যাৎ (জল অর্থাৎ মেঘ থেকে), পর্জন্যঃ (মেঘ), যজ্ঞাৎ, ভবতি (জন্মায় যজ্ঞ থেকে), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কর্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম থেকে নিষ্পন্ন হয়) কর্ম (কর্মকে) ব্রহ্মোদ্ভবম্ (বেদ থেকে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানবে),ব্রহ্ম (বেদ); অক্ষরসমুদ্ভবম্ (পরব্রহ্ম থেকে প্রকটিত), তস্মাৎ (সেই হেতু) সর্বগতম্ ব্রহ্ম (সর্ব্ব্যাপী পরমাত্মা) যজ্ঞে (যজ্ঞে) নিত্যম্ (নিত্য) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত)।]

সমস্ত প্রাণী অন্ন থেকেই উৎপন্ন হয়। অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘ থেকে। মেঘ জন্মায় যজ্ঞ থেকে। যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় কর্ম থেকে। বেদ থেকে কর্ম উৎপন্ন হয় এবং বেদ পরব্রহ্ম থেকে প্রকটিত বলে জানবে। সেইহেতু এই সর্ব্ব্যাপী পরমাত্মা যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

১৬। এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ।।

[পার্থ (হে পার্থ!)যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (ইহলোকে) এবম্ (এই প্রকার), প্রবর্তিতম্ (প্রচলিত),চক্রম্ (সৃষ্টিচক্রের), ন অনুবর্তয়তি (অনুযায়ী না চলে), ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়সুখে ভোগাসক্তঃ)অঘায়ুঃ, সঃ (পাপাচারী সেই ব্যক্তি) মোঘম্ (বৃথাই) জীবতি (জীবনধারণ করে) ।]

হে পার্থ ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইপ্রকার পরম্পরা দ্বারা প্রচলিত সৃষ্টিচক্র অনুযায়ী চলে না, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত পাপাচারী সেই ব্যক্তি বৃথাই এই জগতে জীবনধারণ করে থাকে।

১৭। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ।।

[তু (কিন্তু) যঃ মানবঃ (যে ব্যক্তি), আত্মরতিঃ এব (নিজেতেই প্রীত) চ, আত্মতৃপ্তঃ (নিজেতেই তৃপ্ত), চ আত্মনি এব (এবং নিজেতেই) সন্তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (থাকেন), তস্য (তাঁর) কার্যম্ (কোনো কর্তব্য), ন বিদ্যতে (থাকে না)]

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেতেই প্রীত, নিজেতেই তৃপ্ত এবং নিজেতেই সন্তুষ্ট, তাঁর নিজের জন্য কোনো কর্তব্য থাকে না।

১৮। নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ।।

[তস্য (তার) ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্মানুষ্ঠানের) ন কশ্চন অর্থঃ (কোনোই প্রয়োজন নেই) , ন অকৃতেন (কর্ম থেকে বিরত) এব (থাকারও) ,চ (এবং) ,সর্বভূতেষূ (সমস্ত প্রাণীর মধ্যে) অস্য (এদের) কশ্চিৎ (কোনো প্রকার) অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ (স্বার্থের সম্বন্ধ) ন (থাকে না) ।]

সেই (কর্মযোগে সিদ্ধ) মহাপুরুষের এই জগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই বা কর্ম থেকে বিরত থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই এবং প্রাণীগণের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না।

১৯। তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তোঃ হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ।।

[তস্মাৎ (অতএব)সততম্ (সর্বদা) অসক্তঃ (আসক্তিশূন্য) কার্যম্ কর্ম (কর্তব্যকর্ম), সমাচর (ঠিকভাবে পালন করো), হি (কারণ), অসক্তঃ (অনাসক্তঃ), কর্ম (কর্ম) আচরন্ (করলে), পূরুষঃ (মানুষ) পরম্ (পরমাত্মা) আপ্নোতি (লাভ করে)।]

অতএব তুমি সর্বদা আসক্তিশূন্য হয়ে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম পালন করো। কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে।

২০। কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ।।

[জনকাদয়ঃ (জনকের মত মহাপুরুষেরা) কর্মণা হি এব (কর্ম দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (পরমাসিদ্ধি) আস্থিতাঃ (লাভ করেছেন), লোকসংগ্রহম্ (লোকসংগ্রহের দিকে) সম্পশ্যন্ (দৃষ্টি রেখে) অপি (ও) কর্তুম্ (কর্ম করা) এব (ই), অর্হসি(উচিত)]

রাজা জনকের মতো মহাত্মগণ কর্ম দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমারও নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত।

২১। যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ।।

[শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি), যৎ , যৎ, আচরতি (যা যা আচরণ করেন) ইতরঃ জনঃ (অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও) তৎ তৎ এব (তাই করে থাকে, সঃ (তিনি) যৎ (যা কিছু) প্রমাণম্ (প্রামাণ্য), কুরুতে (বলে ধরেন) লোকঃ (সাধারণ মানুষও) তৎ অনুবর্ততে (সেই অনুযায়ী আচরণ করেন)]

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন,অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাই করে থাকেন। তিনি যা কিছু প্রামাণ্য বলে ধরেন , সাধারণ মানুষেরা সেই অনুযায়ী আচরণ করে থাকেন।

২২। ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ।।

[পার্থ (হে পার্থ!) মে (আমার) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোকে)কিঞ্চন কর্তব্যং ন অস্তি (কোনো কর্তব্য নেই)চ (এবং) ন অবাপ্তব্যম্ (প্রাপ্ত করার যোগ্য); অনবাপ্তম (অপ্রাপ্ত নেই); কর্মণি (কর্তব্যকর্মে)এব (ই),বর্ত (ব্যাপৃত আছি) ।]

হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্ত করার যোগ্য কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই। তবুও আমি কর্তব্য কর্মেই ব্যাপৃত আছি।

২৩। যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।।

২৪। উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ।।

[হি পার্থ (কারণ হে পার্থ !) যদি অহম্ (যদি আমি), জাতু , অতন্দ্রিতঃ (সাবধানতাপূর্বক), কর্মণি (কর্তব্যকর্ম),ন বর্তেয়ম্ (না করি), মনুষ্যাঃ (সাধারণ মানুষ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম, বর্ত্ম (আমার পথই),অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করবে), চেৎ (যদি) অহম্ (আমি),কর্ম (কর্ম), ন কুর্যাম্ (না করি), ইমে লোকাঃ (এই সকল লোক) উৎসীদেয়ুঃ (পথভ্রষ্ট হবে) চ (এবং), সঙ্করস্য (বর্ণসংকরাদির) কর্তা (হেতুকারক); স্যাম্ (হব); ইমাঃ (এই সমস্ত), প্রজাঃ (প্রজাদের), উপহন্যাম্ (বিনাশের হেতু হব) ।]

হে পার্থ! যদি আমি সাবধানতাপূর্বক কর্তব্যকর্ম না করি সাধারণ মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে। যদি আমি কর্ম না করি তাহলে এইসকল লোক পথভ্রষ্ট হবে এবং আমি বর্ণসংকরাদির হেতু এবং এই সমস্ত প্রজাদের বিনাশের কারণ হব।

২৫। সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ।।

২৬। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।।

[ভারত (হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন!) কর্মণি সক্তাঃ (কর্মে আসক্ত), অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞব্যক্তিরা), যথা, কুর্বন্তি (যেরূপ করেন); অসক্তঃ (আসক্তি বর্জিত), বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তিদের), লোকসংগ্রহম্ (লোকসংগ্রহার্থে) চিকীর্ষুঃ (মনে করি), তথা কুর্যাৎ (সেরকম কর্ম করা উচিত) , যুক্তঃ (সাবধান), বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ), কর্মসঙ্গিনাম্ (কর্মে আসক্ত), অজ্ঞানাম্ (অজ্ঞ ব্যক্তিদের), বুদ্ধিভেদম্ (বুদ্ধিতে ভ্রম) ন জনয়েৎ (উৎপন্ন করবেন না) , সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম), সমাচরন্ (ভালোভাবে অবহিত হয়ে); জোষয়েৎ (নিযুক্ত করবেন) ।]

হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জুন ! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ কর্ম করেন , আসক্তি বর্জিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণেরও লোকসংগ্রহার্থে সেরূপ কর্ম করা উচিত। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ সতর্ক থেকে কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করবেন না। বরং তাঁরা নিজেরা সমস্ত কর্ম ভালোভাবে অবহিত হয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সেইরূপ কর্মে নিযুক্ত করে রাখবেন।

২৭।প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ।।

[কর্মাণি (সকল কর্ম), সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা) , ক্রিয়মাণানি (করা হয়ে থাকে), অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহংকারমোহিত অন্ত:করণবিশিষ্ট অজ্ঞ ব্যক্তি) ইতি মন্যতে (মনে করে যে); অহম্ (আমিই);কর্তা (কর্তা)।]

সকল কর্ম সর্বতোভাবে প্রকৃতির গুনগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়; কিন্তু অহংকারে মোহান্ধ অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে ‘ আমিই কর্তা’ ।

২৮। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ।।

[তু ,মহাবাহো (কিন্তু হে মহাবাহো ! গুণকর্ম, বিভাগয়োঃ (গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বত যে মহাপুরুষ জেনেছেন), গুণাঃ (সমস্ত গুণ), গুণেষু (গুণগুলিতে), বর্তন্তে (আবর্তিত হয়), ইতি মত্বা (এরূপ মেনে নিয়ে), ন সজ্জতে (সেইগুলিতে আসক্ত হন না)]

হে মহাবাহো ! যে মহাপুরুষ গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগকে তত্ত্বত জেনেছেন , তিনি 'সমস্ত গুণই গুণগুলিতে আবর্তিত হয়'- এইরূপ মেনে নিয়ে সেগুলিতে আসক্ত হন না।

২৯। প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥

[প্রকৃতেঃ (প্রকৃতিজনিত) গুণসম্মূঢ়াঃ (গুণে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ),গুণকর্মসু (গুণ এবং কর্মে); সজ্জন্তে (আসক্ত থাকে), তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (সেই সম্পূর্ণরূপে অবুঝ), মন্দান্ (অল্পবুদ্ধি); কৃৎস্নবিৎ (পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষগণ), ন বিচালয়েৎ (বিচালিত যেন না করেন)।]

প্রকৃতিজনিত গুণে মোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুণ এবং কর্মে আসক্ত থাকে । এই অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে যথার্থ জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্ম থেকে বিচালিত করা উচিত নয়।

৩০। ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥

[অধ্যাত্মচেতসা (বিবেক বুদ্ধিসহকারে) সর্বাণি, কর্মাণি (সমস্ত কর্তব্যকর্ম), ময়ি (আমাতে), সন্ন্যস্য (অর্পণ করে), নিরাশীঃ (কামনারহিত) নির্মমঃ (মমত্ববোধ); বিগতজ্বরঃ, ভূত্বা (সন্তাপরহিত হয়ে); যুধ্যস্ব (যুদ্ধরূপ কর্ম করো।)]

তুমি বিবেক বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে কামনা, মমতা এবং সন্তাপ পরিত্যাগ করে যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম করো।

৩১। যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥

[যে মানবাঃ (যে মানবগণ), অনসূয়ন্তঃ (দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাসহকারে); মে (আমার), ইদম্ (এই) মতম্ (মতের) নিত্যম্, অনুতিষ্ঠন্তি (সর্বদা অনুসরণ করেন) ; তে অপি (তাঁরাও) কর্মভিঃ (সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে) , মুচ্যন্তে (মুক্ত হয়ে যান)।]

যে সকল মানুষ দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই মতের সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরাও সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

৩২। যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥

[তু ,যে (কিন্তু যে ব্যক্তি) ; অভ্যসূয়ন্তঃ (দোষদৃষ্টিবশত) মে (আমার) এতদ্, মতম্ (এই মত), ন অনুতিষ্ঠন্তি (পালন করে না) তান্ (সেই) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়); অচেতসঃ (বিবেকহীন ব্যক্তিকে) নষ্টান্ (বিনষ্ট বলেই) বিদ্ধি (জেনো)]

যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিবশত আমার এই মত পালন না করে, সেই সর্বজ্ঞানবিমূঢ়, বিবেকহীন ব্যক্তিকে বিনষ্ট বলেই জেনো অর্থাৎ তাদের পতন হয়।

৩৩। সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

[ভূতানি (সমস্ত প্রাণি), প্রকৃতিম্, যান্তি (প্রকৃতিকে অনুসরণ করে) জ্ঞানবানপি (জ্ঞানী ব্যক্তিও), স্বস্যাঃ (নিজের)প্রকৃতেঃ (প্রকৃতি), সদৃশম্ (অনুযায়ী);চেষ্টতে (চেষ্টিত হন); নিগ্রহঃ (নিগ্রহের জন্য জেদ),কিম্ করিষ্যতি (করে কি হবে ?)]

সমস্ত প্রাণী প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করেন। তাহলে নিগ্রহের জন্য জেদ করে কি হবে ?

৩৪। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

[ইন্দ্রিয়স্য, ইন্দ্রিয়স্য (ইন্দ্রিয়- ইন্দ্রিয়ে), অর্থে (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই), রাগদ্বেষৌ (রাগ এবং দ্বেষ), ব্যবস্থিতৌ (স্থিতি হয়), তয়োঃ (ওইসবের), বশম্, ন, আগচ্ছেৎ (বশে আসা উচিত নয়), হি (কারণ) ; তৌ (এই দুটিই) অস্য (এর), পরিপন্থিনৌ (বিঘ্নপ্রদানকারী শত্রু)।]

'ইন্দ্রিয়- ইন্দ্রিয়ে' অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে মানুষের রাগ এবং দ্বেষ ব্যাপারে স্থিতি হয়। মানুষের ওইগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয়। কারণ এই দুটিই জীবের শত্রু।

৩৫। শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

[স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত), পরধর্মাৎ (পরধর্ম অপেক্ষা), বিগুণঃ (কমগুণবিশিষ্ট), স্বধর্মঃ (নিজধর্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) স্বধর্মে (স্বধর্মে), নিধনম্ (মৃত্যু), শ্রেয়ঃ (কল্যাণকারী), পরধর্মঃ (পরধর্ম), ভয়াবহঃ (ভয়সংকুল) ।]

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা স্বল্পগুণবিশিষ্ট নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ । স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারী । কিন্তু পরধর্ম ভয়প্রদানকারী, বিপজ্জনক।

অর্জুন উবাচ

৩৬। অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥

[বার্ষ্ণেয় (হে বার্ষ্ণেয় !), অথ,অয়ম্ (তাহলে)পূরুষঃ (মানুষ) অনিচ্ছ ন অপি (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) বলাৎ (বলপূর্বক), নিয়োজিত ইবঃ (সংযুক্তির ন্যায়), কেন, প্রযুক্তঃ (কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে) পাপম্ (পাপের); চরতি (আচরণ করে?)।]

অর্জুন বললেন - হে বার্ষ্ণেয় ! তাহলে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা বলপূর্বক পাপাচরণ করার জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে ?

শ্রী ভগবানুবাচ

৩৭। কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপমা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।

[রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণ থেকে উৎপন্ন), এষঃ কামঃ (এই কাম) এষঃ ক্রোধঃ (এটিই ক্রোধে পরিণত হয়), মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়); মহাপাপমা (মহাপাপী), ইহ (এই বিষয়ে) এনম্ (একে) বৈরিণম্, বিদ্ধি (শত্রু বলে জানবে।)]

শ্রীভগবান বললেন - রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কাম অর্থাৎ কামনাই হল পাপের কারণ। এই কামনাই ক্রোধে পরিণত হয়। এটি দুষ্পূরণীয় অর্থাৎ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং মহাপাপী। এই বিষয়ে তুমি একেই শত্রু বলে জানবে।

৩৮। ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।

[যথা (যেমন); ধূমেন (ধূম দ্বারা); বহ্নিঃ চ (এবং বহ্নি) মলেন (ময়লা দ্বারা), আদর্শঃ (দর্পণ) ,আব্রিয়তে (আবৃত হয়), যথা উল্বেন (জরায়ু দ্বারা), গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে) তথা (সেইরূপ), তেন (কামের দ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান অর্থাত বিবেক) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ।]

যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ বিবেক আবৃত থাকে।

৩৯। আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥

[কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !)এতেন, অনলেন (অগ্নির ন্যায়); দুষ্পূরেণ (দুষ্পরণীয়) চ (এবং), জ্ঞানিনঃ(জ্ঞানীদের) কামরূপেণ, নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু কামনা দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতম্ (জ্ঞান আবৃত থাকে) ।]

হে কৌন্তেয় ! বিবেকশীল পুরুষের চিরশত্রু অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় এই কাম অর্থাৎ কামনার দ্বারা মানুষের বিবেকবুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে।

৪০। ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।

[ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়াদি) মনঃ,বুদ্ধিঃ(মন ও বুদ্ধি) অস্য (এগুলি কামনার) , অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়স্থান) ,উচ্যতে (বলা হয়েছে), এষঃ (কামনা); এতৈঃ (এগুলিকে) জ্ঞানম্, আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করে), দেহিনম্ (দেহাভিমানী মানুষকে), বিমোহয়তি (মোহগ্রস্ত করে)।]

ইন্দ্রিয়াদি,মন ও বুদ্ধি - এগুলিকে কামনার আশ্রয় স্থান বলা হয়েছে। কামনা এগুলিকে অবলম্বনপূর্বক জ্ঞানকে আবৃত করে দেহাভিমানী মানুষকে মোহগ্রস্ত করে।

৪১। তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপমানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।।

[তস্মাৎ (সেইহেতু); ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন !), ত্বম্, আদৌ (তুমি সর্বাগ্রে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলিকে), নিয়ম্য (বশীভূত করে), এনম্ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ (এই জ্ঞান- বিজ্ঞান বিনাশী) , পাপমানম্ (মহৎ পাপস্বরূপ কামকে) হি (অবশ্যই), প্রজহি (সবলে বিনাশ করো)।]

সেইহেতু, হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! তুমি সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিনাশী ঘোর পাপস্বরূপ কামকে সবলে বিনাশ করো।

৪২। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

৪৩। এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥

[ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ); পারাণি (স্থূল দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (বলা হয়) ;ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা), পরম্ মনঃ (শ্রেয়তর হল মন), মনসঃ, তু (মনের থেকেও), পরা ,বুদ্ধিঃ (শ্রেয়তর হল বুদ্ধি); যঃ, বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির থেকে যে); তু পরতঃ(উপরে আছে); সঃ (তা হল কাম); এবম্, বুদ্ধেঃ (এইভাবে বুদ্ধির চেয়েও); পরম্ (উপরে); বুদ্ধা (জেনে নিয়ে); আত্মনা, আত্মনাম্ (নিজের দ্বারা নিজেকে), সংস্তভ্য (বশীভূত করে); মহাবাহো (হে মহাবাহো !); কামরূপম্ (কামরূপ) দুরাসদম্, শত্রুম্ (দুর্জয় শত্রুকে) জহি (নাশ করো)।]

ইন্দ্রিয়গুলিকে স্থূল দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা শ্রেয়তর হল মন , মনের থেকে শ্রেয়তর বুদ্ধি, বুদ্ধির থেকেও যা প্রবল তা হল কাম। এইভাবে বুদ্ধির থেকেও পর অর্থাৎ কামকে জেনে নিজের দ্বারা নিজেকে বশীভূত করে হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।